কল্যাণকর রাষ্ট্র ও কৌটিল্যের ব্যাখ্যা

(Concept of Welfare State and Kautilya's Explanation)

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেশের খুচরা ব্যবসায়ীরা রাজকীয় পণ্য (:oyal commodities) নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত। তবে সরকারের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য আদায় করা হইলে সে-ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এমনকি এইসব ব্যবসায়ীরা রাজকীয় তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত পণ্য বিক্রয় করিয়া কি পরিমাণে মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে তাহাও কৌটিল্যের রাষ্ট্র-কাঠামোয় লিপিবদ্ধ ছিল। এই মুনাফার মধ্যে রাষ্ট্রীয় শেয়ার/অংশীদারী (share) অন্তর্ভুক্ত থাকিত। পণ্যের গুণাগুণ এবং ওজনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যাহাতে কোন কারচুপির ব্যবস্থা নিতে না পারে সেজন্য জরিমানা সহ ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা কৌটিল্য সুপারিশ করেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে অসাধুতা নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য সব ব্যবস্থার সুপারিশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এইজন্য কৌটিল্যের সময় পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কালোবাজারী ব্যবস্থা, পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দেওয়া, ইত্যাদি ধরনের অসাধু পন্হা অবলম্বনের সুযোগ প্রায় ছিল না। আধুনিক যুগের পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার চাইতে কৌটিল্যের বাজার ব্যবস্থাকে তাই নিঃসন্দেহে উন্নত বলা যায়।

কৌটিল্যের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত পণ্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইত। ঐ মূল্যে খুচরা বিক্রেতারা পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য থাকিত। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য দাবি করিলে বিক্রেতারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হইত। এমনকি এক্ষেত্রে মুনাফার হারও রাষ্ট্র স্থির করিয়া দিত। ঐ মুনাফার মধ্যে রাষ্ট্রের অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হইত। মূল্য এবং মুনাফার এইরূপ নিয়ন্ত্রণ একদিকে যেমন সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তোলার বিরুদ্ধে কাজ করিত অন্যদিকে ভোক্তাদেরকে, অসাধু বিক্রেতাদের সম্ভাব্য শোষণ হইতে রক্ষার একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করিত। আধুনিক পুঁজিবাদী মিশ্র-অর্থনীতির সমর্থক পাশ্চাত্যের উদারপন্হী অর্থনীতিবিদরা বড়জোর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। [নিবন্ধ লেখকের জানামতে পাশ্চাত্যের এমন কোন অর্থনীতিবিদ নাই যিনি একচেটিয়া বা ওলিগোপলি ধরনের ব্যবসায়ের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করিয়াছেন। পাঠক, সুস্পষ্ট বিরোধীতা কথাটি লক্ষ্য করুন।] পাশ্চাত্যের কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ ব্যবসা বা উৎপাদন ক্ষেত্রে মনোপলি ও ওলিগোপলির নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছেন বা করেন বটে, তবে উহাদের নিষিদ্ধ করণের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কারণ এইসব অর্থনীতিবিদদের মূল অর্থনৈতিক দর্শন হইতেছে ধনতান্ত্রিক পথে অর্থনীতিকে পরিচালিত করা। এই পথের দোষ-ত্রুটি কিছুটা কমানোর জন্য বা তথাকথিত উপায়ে

ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার নামে তাঁহারা মাঝে মাঝে ক্ষীণস্বরে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথাটা বলিয়া থাকেন। এমনকি কল্যাণকামী অর্থনীতিবিদ হিসাবে যাঁহারা নিজেদেরকে জাহির করিতে চান তাঁহারাও মুনাফা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি সুপারিশ করেন না। ফলে তথাকথিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ কালোবাজারী প্রথা সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে গোপন শোষণের যাঁতাকলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিপতিত করে।

ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা যাহাতে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্যের মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে মার না খায় সে ব্যাপারেও কৌটিল্য সচেতন ছিলেন। ফ্যাক্টরী বা উৎপাদন পর্যায়ে পণ্য ক্রয়ের পরিবর্তে নির্দিষ্ট স্থানে উহা ক্রয়ের জন্য কৌটিল্য রাজকীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন, যাহাতে ক্ষুদ্র উৎপাদক বা বিক্রেতারা বড় বড় ব্যবসায়ীদের শোষণের কবলে না পড়ে। তদুপরি এই ব্যবস্থার অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল পণ্য বিক্রয় হইতে লব্ধ রাষ্ট্রীয় ফি/কর রাজস্বের ফাঁকি রোধ করা। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের কৃষি-ভিত্তিক উন্নয়নশীলদেশগুলিতে কৃষি পণ্যের বাজার-জাতকরণ প্রক্রিয়ায় বহু মধ্যস্বত্বভোগী বিরাজমান। এইসব মধ্যস্বত্বভোগীদের কবলে পড়িয়া প্রকৃত ক্ষুদ্র চাষীরা তাহাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না। কৌটিল্যের কথিত বাজার পদ্ধতি এইসব দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারকরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

ভোক্তারা যাহাতে অসাধু ব্যবসায়ী/বিক্রেতা দ্বারা শোষিত না হয় সে ব্যাপারে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে কতিপয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে নেওয়ার সুপারিশ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন ব্যবসায়ী এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানের পণ্য হিসাবে বিক্রয় করিলে বা পণ্যের গুণগত মানের হেরফের করিলে তাহাকে জরিমানা প্রদান সহ ক্রেতাদেরকে ক্ষতি পূরণ প্রদান করিতে হইত। পণ্য মজুতের জরিমানা ছিল সর্বোচ্চ। এই-ভাবে কৌটিল্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং সাধারণ নাগরিকদের দ্বৈতস্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও বিধির সুপারিশ করিয়াছেন।

দ্রব্যের মূল্য ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কৌটিল্যের কথিত উপরোক্ত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ হয়তো এই ধারণা করিয়া বসিতে পারেন যে ঐসব ব্যবস্থা সুস্থ, স্বাভাবিক ও গতিশীল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের সহায়ক হইতে পারে না। এই বক্তব্য অবশ্য পুঁজিবাদী ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকদের নিকট হইতেই আসার সম্ভাবনা বেশী। তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে বলা যায় কৌটিল্য মনগড়াভাবে (arbitrarily) মূল্য ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন নাই বা সুপারিশ করেন নাই।

প্রথমত, কৌটিল্য শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন নাই, পাশাপাশি উহার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যও অনেক বাস্তবসম্মত সুপারিশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, পণ্যের মূল্য যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ তিনি করেন নাই। পণ্য উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন, উৎ-পাদনের অপরাপর ব্যয়, পণ্যের পরিমাণ, রাষ্ট্রীয় কর/টোল, পরিবহন ব্যয় এবং এমন কি বিবেচ্য পণ্য দেশীয়ভাবে প্রস্তুত না বিদেশ হইতে আম-দানীকৃত ইত্যাদি বহু বিষয় বিবেচনার পর তিনি পণ্যের মূল্য স্থিরীকরণের বিষয়টি সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই ধরনের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কাহারো আপত্তি থাকার অবকাশ আছে কি ?

তৃতীয়ত, কৌটিল্য দেশীয় ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের জন্য নির্দিষ্ট হারে মুনাফার

provision রাখার পর মূল্য স্থির করার বিষয়টি সুপারিশ করেন। এমন কি প্রকৃত ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদের (middleman) ব্যবসায়-লাভের অংশ পর্যন্ত পূর্বাহ্নে স্থির করার উপর জোর দেন। সুতরাং কৌটিল্যের কথিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা-দের কর্মোদ্যম হ্রাস করিতে পারে—এই যুক্তি কেহ তুলিলে তাহা কি অগ্রাহ্য হওয়ার কথা নয়? উৎপাদন ও ব্যবসা পর্যায়ে উৎসাহ দানের পাশাপাশি ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ—এই দ্বৈত উদ্দেশ্য অর্জনের নীতি আধুনিক পুঁজিবাদী পুঁথি পুস্তকের কোথায়ও সুস্পষ্ট কাঠামোর আকারে আছে বলিয়া নিবন্ধ লেখকের জানা নাই।

চতুর্থত, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা আছে বলিয়া কৌটিল্য জোরালো মত প্রকাশ করেন। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শহরে-বাজার (market towns) স্থাপন করা হয়। বাণিজ্য সম্প্র-সারণের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থল ও জলপথের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তদুপরি বর্তমান সময়ে আমরা যে প্রশস্ত স্থলপথের কথা বলি—যাহা কৌটিল্যের সময় রাজপথ হিসাবে পরিচিত ছিল—তাহার উন্নয়ন ও সম্প্র-সারণকেও তিনি সমর্থন করেন। গ্রামাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কৌটিল্য কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর জোর দেন। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, উন্নীত এবং সম্প্রসারিত রাস্তাঘাটের সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে তিনি তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাজের দায়িত্ব বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়কের (superintend-ent of commerce) উপর ন্যস্ত ছিল। রাস্তাঘাটের অপব্যবহার, ধ্বংস ইত্যাদি কাজে কেহ লিপ্ত হইলে তাহাকে জরিমানা করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

রাস্তাঘাটের পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সেই সুদূর অতীতেও কৌটিল্য চলাচল তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টির সুপারিশ করেন। তাহার সুপারিশে মৌর্যযুগে এই পদ সৃষ্টি করা হয়। দ্রব্য সামগ্রী ও যানবাহন যাহাতে নিরাপদে চলাচল করিতে পারে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করা এই তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ছিল। তাহার অধীনে ওয়াচম্যান (watch-man), এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তাপ্রহরী, (cour-tiers) ইত্যাদি ধরনের লোক এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত করা হইত। আবার এই শোষক শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে কোনক্রমে পদমর্যাদার অপব্যবহার করিয়া বিশেষ সুবিধা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে নিতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বর্তমান বিশ্বে মিশ্র অর্থনীতি সমৃদ্ধ অনেক দেশে উপরোক্ত ধরনের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের সম্ভাব্য দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের তেমন কোন কঠোর আইন ও উহার বাস্তবায়নের কোন বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। অথচ কৌটিল্যের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তাহা ছিল। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কৌটিল্যের সময় প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম-প্রশাসক * (village headman) ছিল। গ্রাম প্রশাসককে তাহার এলাকায় অবস্থানরত ব্যবসায়ীর জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিতে হইত। যদি কোন ব্যবসায়ী কোন গ্রামে বিরতিকালে তাহার পণ্যের ক্ষতির কথা ঘোষণা করিত তবে ঐ গ্রামের প্রশাসক উহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিত। গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের নিরাপত্তার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা বর্তমান যুগে প্রচলন করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখার অবকাশ আছে বৈকি!

* কৌটিল্যের সময় গ্রাম-প্রশাসককে গ্রাম-স্বামী হিসাবে অভিহিত করা হইত।

একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইতেছে আর্থিক ও সামাজিক ভাবে অসহায় নাগরিকদের ন্যূনতম জীবন-যাত্রার নিশ্চয়তা বিধান করা। সংকীর্ণ পরিসরে চিন্তা করিলে ইহার অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কিছু সামাজিক নিরপত্তা ব্যবস্থা (social security system) চালু করা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সময় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে কোন সমন্বিত কর্মসূচী কোন দেশে ছিল না। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা (utopian socialists) শুধু আর্থিক ও সামাজিক ভাবে অসহায় লোকদের জন্য নীতি শাস্ত্রের দোহাই পাড়িতেন, কার্যকর কোন সমন্বিত ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারেন নাই। আর ইংলণ্ডে যে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহা তৎকালীন রাজতন্ত্র বা পুঁজিপতিদের কোন কল্যাণমুখী মনোভাবের ফল নয়, বরং তাহা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। অথচ এই উপমহাদেশের কৌটিল্য সামাজিক নিরপত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু পূর্বেই সচেতন ছিলেন। সচেতন ছিলেন বলিয়াই তিনি এমন বেশ কিছু কল্যাণমুখী কর্মসূচীর প্রস্তাব করেন যাহা বর্তমান যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে।

প্রাচীন যুগে হিন্দু সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতিতে পরিবারের অক্ষম সদস্যদের নিরাপত্তা পরোক্ষভাবে অনেকটা রক্ষিত হইত। কৌটিল্য এই যৌথ পরিবার ব্যবস্থা মানিয়া নেন এবং উহার মধ্যে ও বাহিরে অতিরিক্ত কিছু আইনগত ব্যবস্থার সুপারিশ করেন।

প্রথমত, প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি তাহার সন্তান, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট ভাই-বোন, বিধবা মেয়ে এবং অনূঢ়া কন্যার ভরণপোষণে আইনগতভাবে বাধ্য ছিল। আইন অমান্যকারীকে জরিমানা করা হইত।

দ্বিতীয়ত, কোন লোক তাহার স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিয়া তপস্বী বা সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিলে তাহা রাষ্ট্র অনুমোদন করিত না। এই ধরনের লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কৌটিল্যের যুগে প্রচলন করা হয়। সুতরাং দেখা যায় বিনা কারণে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব এড়ানোর কোন সুযোগ কৌটিল্যের যুগে ছিল না। পাঠক, কৌটিল্যের এই ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য যথেষ্ট আছে। মৌর্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে এবং ঐ সময়ে বহুলোক পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ হইতে বিচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসব্রত পালনে আগ্রহী হইয়া উঠে। এই প্রবণতা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাহাতে কোন গভীর সমস্যার সৃষ্টি না করে সেইজন্য কৌটিল্য উপরোক্ত ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সুতরাং কৌটিল্যের ব্যবস্থাকে অমানবিক বা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ কোন ক্রমেই বলা যায় না। কেননা স্বাধীনতার অর্থ—পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া যথেচ্ছাচার করা বুঝায় না। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্রও তাহা স্বীকার করিবেন।

সমাজতন্ত্রীরা অনুৎপাদক শ্রেণীর বিরোধিতা করেন। কায়িক শ্রমের উপর হিন্দু ধর্মেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আমাদের ধর্মে শ্রমব্যতীত অন্যের ঘাড়ের উপর চাপিয়া জীবন ধারণের প্রচেষ্টা কোনখানেই সমর্থন করা হয় নাই—অর্থাৎ বস্তুবাদীরা যাহাদেরকে পরগাছা শ্রেণী বলেন তাহার সুস্পষ্ট বিরোধিতা হিন্দু ধর্মের অনেক জায়গায়ই পাওয়া যায়। কৌটিল্য

এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এইজন্য তিনি কর্মক্ষম লোকরা যাহাতে পরগাছা শ্রেণীতে পরিণত না হয় তাহার সক্রিয় বিরুদ্ধাচরন করেন। সুতরাং বস্তুবাদী এবং ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে আপাত বিরোধিতা আছে বলিয়া কৌটিল্যের কল্যাণকামী রাষ্ট্রীয় ধারণায় তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধরনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থার (corrective measures) সুপারিশ করিয়াই কৌটিল্য ক্ষান্ত হন নাই। তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে অনাথ শিশু, বৃদ্ধ, অসহায় এবং কায়িক শ্রমে অক্ষম ব্যক্তিবর্গের ভরণপোষণের জোর সুপারিশ করেন। শুধু অই নয়, গর্ভাবস্থায় অসহায় মহিলাদের এবং তাহাদের নবজাত-শিশুর জন্য রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিক যুগের কতটি রাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে আছে? হিসাব নিলে দেখা যাইবে যে তৃতীয় বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশে কাগজে-কলমে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বহু গালভরা বুলি আছে, কিন্তু কার্যত ঐসব সত্যিকার অর্থে প্রয়োগ করা হয় খুবই কম।

চতুর্থত, কৌটিল্য মনে করিতেন যে অসহায় ও সামাজিকভাবে নির্যাতিত লোকদের জন্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা যথেষ্ট নয়। Lord Beveridge মন্তব্য করিয়াছেন, "Idleness even on income corrupts, the feeling of not being wanted demoralises." এই সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কৌটিল্য বহু পূর্বেই সচেতন ছিলেন বলিয়াই তিনি উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় খাতে নিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণের জোর সুপারিস করেন। অর্থশাস্ত্রে এই জন্য তিনি দুঃস্থ ও অসহায় পুরুষ ও মহিলাদেরকে রাজকীয় শিল্পে হালকা কাজের জন্য নিযুক্তির সুপারিশ করেন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজকীয় তত্ত্বাবধায়ক দায়ী থাকিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এরপর যাহারা একেবারেই কর্মে অক্ষম তাহাদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা বা আর্থিক সহায়তার ব্যাপারটি তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলিয়া মতপ্রকাশ করেন। আধুনিক পুঁজিবাদী মিশ্র অর্থনীতির সমর্থক বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ সত্তর দশকের মধ্য ভাগে আর্থিকভাবে অসহায় লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় আর্থিক ভর্তুকির বিষয়টি সুপারিশ করেন। উদাহরণ হিসাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Milton Friedman এর নামোল্লেখ করিতে পারি। তিনি এবং তাঁহার কতিপয় সহযোগী সামাজিক ও আর্থিকভাবে অসহায় লোকদের জন্য 'ঋণাত্মক আয়কর" (negative income tax) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। কোন গরীব পরিবারের ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ আয়ের প্রয়োজন এবং ঐ পরিবার প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ আর্থিক আয় উপার্জন করে উহাদের পার্থক্যকে তাঁহারা 'ঋণাত্মক আয় কর" হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই পার্থক্যের সমপরিমাণে ঐ পরিবারকে আর্থিক ভর্তুকি প্রদানের সুপারিশ তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাত্ত্বিকভাবে এই কর্মসূচী উত্তম এবং এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ইহার সম্ভাব্যতা (feasibility) পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল যে ইহা একদিকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অন্যদিকে গরীব শ্রেণীর লোকদের কার্মোদ্যম অত্যন্ত-ব্যাহত করে। ফলে এই কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। আর্থিক সহায়তা প্রদানের পূর্বে পরিবারের সদস্যদের কর্মক্ষমতার ব্যাপারটি অবহেলা করা এই কর্মসূচীর ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ করেণ। কৌটিল্যের কথিত রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তায় অসহায় ও দুঃস্থ লোকদের কর্মক্ষমতার বিষয়-

টিকে সুস্পষ্টভাবেই বিবেচনা করা হইয়াছে। কেননা রাষ্ট্রীয় খাতে দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের সম্ভাব্য কর্মক্ষম লোকদের নিয়োগের ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাহার পরই আর্থিক সহায়তার বিষয়টি সুপারিশ করিয়াছেন। এইভাবে কৌটিল্যের ব্যবস্থায় দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাহাদের সম্ভাব্য শ্রম সম্পদের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং উপরে আধুনিক পুঁজিবাদী মিশ্র অর্থনীতির সমর্থক অর্থনীতিবিদদের কথিত আর্থিক সহায়তা নীতিতে যেখানে কর্মোদ্যম এবং বন্টনের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সেখানে কৌটিল্যের কথিত ব্যবস্থায় উহাদের মধ্যকার সম্ভাব্য বিরোধীতার সমন্বয় সাধনের একটা সুন্দর প্রচেষ্টা আছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে কৌটিল্যের কথিত আর্থিক সহায়তা নীতি তাই গুরুত্বের দাবি করিতে পারে। কেননা অনেক উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক অবস্থা তেমন শক্তিশালী নয়, অথচ এইসব দেশের জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই জনগণের সিংহভাগ উৎপাদনক্ষম। কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অনুকূল সামাজিক পরিবেশের অভাবের দরুন তাহাদের পক্ষে শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। এই জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। আর যেসব পরিবার একেবারেই নিঃসহায় তাহাদের মধ্যেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা কোন নির্দিষ্ট সময় পরিধির জন্য প্রদান করা যাইতে পারে। কৌটিল্যের কথিত ব্যবস্থার কিছুটা সংশোধন, পরিবর্তন এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্ধন করিয়া একটি সার্থক আয়-সহায়তা নীতি তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে প্রবর্তন করা সম্ভব হইতে পারে।

(চলবে)